কি? কেন? কোথায়?

১৬.১১.১৯৬৫ – গার্ডিয়ান

জন্ম-মৃত্যুর রহস্য নিয়েই জগৎ। যতদিন বেঁচে থাকবো, সংগ্রাম করেই বেঁচে থাকতে হবে। প্রতি মুহূর্তে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকতে হলে যথোপযুক্ত হাতিয়ার চাই। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে—প্রকৃতির দয়ায় আমরা সে অভাব থেকে মুক্ত। আত্মরক্ষার জন্য দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমনভাবে প্রকৃতি সাজিয়ে দিয়েছেন যে তা প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট। রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য অফুরন্ত ব্যবস্থা রয়েছে প্রকৃতির ভাণ্ডারে। ইন্দ্রিয়যন্ত্রগুলো যেমন দেহ রক্ষার জন্য, সেইরূপ মনের বিকৃতির দিকটা ঠিক রাখবার জন্য বিবেক— তাও প্রকৃতির নিয়মেই। বিবেক চাবুকের মত যন্ত্রস্বরূপ, যন্ত্রের মতই কাজ করে।

তাই চাবুক শুধু বেত, দড়ী বা চামড়া দিয়েই তৈরী হয় না-প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে অনেক জন্তুরই পিছনে চাবুক দেওয়া আছে, মানে লেজ আছে। সেই লেজ দিয়েই চাবুক তৈরী হয়েছে। আবার লেজ স্বাভাবিক ভাবেই লেজের কাজ করে। এই লেজ দিয়ে যেমন অন্যকে তারা চাবুক মারে আবার প্রয়োজনবোধে নিজের গায়েও তেমনি মারতে দ্বিধা করে না। উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চাবুক চালাতেই হবে—তা নিজের পিঠেই পড়ুক, আর অপরের পিঠেই পড়ুক—চিন্তা করলে চলবে না।

বিশ্বের বেশীর ভাগ জন্তুরই প্রকৃতির দানে চাবুক আছে। এই চাবুকের ক্রিয়া চলেছে শুধু লেজের দ্বারা নয়—হাত, পা, নখ, মুখ, চোখ এবং সিং-এর দ্বারা। এইগুলি প্রকৃতিরই দান। তাই এর ব্যবহার করা প্রকৃতির ইচ্ছাকেই মান্য করা। ভারত ধর্মপ্রাণ দেশ, ধর্মের নীতি পালন করাই আমাদের নীতি। তাই প্রকৃতির আশীর্বাদ লেজটা সামনে বাড়িয়ে দিলে নীতিভ্রষ্ট হবে না-বা হব না। পাড়াগাঁয়ের গোসাপের কথা মনে পড়ছে। সে তার লেজের ঝাপটা মেরে আক্রমণকারী কুকুরদের স্তব্ধ করে বেরিয়ে যেত। জানোয়ার ও অপরাধীকে চাবুক মেরে মেরে ঠিক রাখাই রীতি।

সদুপদেশ দেওয়াই মিষ্টি চাবুক। যখন গরু, ঘোড়া বা কুকুরকে আদর করা হয়, তখন তারা আনন্দে লেজ নাড়তে থাকে। আদরকারীর পিঠেও লেজ বুলিয়ে আদরের উত্তরটি দেয়। উপদেশও এরূপ চাবুক নেড়ে নেড়ে বুঝিয়ে দেওয়া। চাবুক শুধু লাঠি নয়, চাবুক শুধু গালি নয়—চোখ-রাঙ্গানীও তো চাবুক। বাঘের চোখে চোখ রেখে চোখ রাঙ্গালেও চাবুকের কাজ হয়। এই রকম এখানে চোখ রাঙ্গিয়েও আমরা অনেক কাজ করে থাকি। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রতিটি অঙ্গুলীও চাবুকের কাজ করে যাচ্ছে। আমরা চট্‌লে— আঙ্গুল নেড়ে বা দেখিয়ে সতর্ক করে দিই। সেটাও কি চাবুকের চেয়ে কম? মুখ বিকৃত করে, ভ্রু-কুঞ্চিত করে, মুখ গম্ভীর করে— আক্কেল দেওয়া যায়; সেটাও তো চাবুকের কাজই করে। কথার কাটাকাটা জবাব—তাও তো চাবুক ছাড়া নয়। শাসকের দণ্ডেও চাবুক, স্নেহের বন্ধনেও চাবুক। চাবুক—নাই কোথায়?—শিবের ত্রিশূলে, শিবানীর খড়্গে, চক্রধারীর চক্রে, ইন্দ্রের বজ্রে, যমের পাশে, রামের ধনুতে, হলধারীর হলে, ভীমের গদায়, অর্জ্জুনের গাণ্ডীবে এবং দণ্ডী সন্ন্যাসীর দণ্ডে।

হনুমানের লেজের চাবুক দিয়ে অত্যাচারী রাবণকে ধ্বংস করা হয়েছিল। অন্যায়কে ধ্বংস করে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করলো হনুমানেরই চাবুক এবং রামরাজত্ব হনুমানের চাবুকেই প্রতিষ্ঠিত। মহাত্মাজীর স্বপ্ন রামরাজত্ব যদি ফিরিয়ে আনতে হয়, তাকে প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তবে হনুমানের রামানুগত-প্রাণের মত আমাদের দেশানুগত-প্রাণ হতে হবে। এবং হনুমানের চাবুকের মত কড়া চাবুকই আমাদের দরকার—রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য। একটা আমূল পরিবর্তনের জন্য দরকার কড়া চাবুকের। অন্যায়কে ন্যায়ের পথে নিতে হলে কড়া চাবুকেরই প্রয়োজন। চাবুকের সংগ্রাম—ন্যায়ের সংগ্রাম। অন্যায় যেখানে সেখানেই চাবুক—সেখানেই 'কড়া চাবুক'—।